দৈনিক জনকণ্ঠ

28/11/2007

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকার সমর্থকদের তাণ্ডবে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে অরাজক পরিস্থিতি ॥ সিন্ডিকেটের সভা হতে পারেনি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নিয়ে সৃষ্ট সংশয় প্রকট আকার ধারণ করেছে। সরকার এখনও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কোন কথা না বললেও সরকার সমর্থক হিসাবে পরিচয় দানকারীদের তাণ্ডবে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এক অরাজক পরিস্থিতি। এদের বাধার কারণে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেটের সভা পর্যন্ত হতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সিন্ডিকেটের সভাটির পূর্বনির্ধারিত সময় ছিল সকাল ১১টা। সরকার পরিবর্তনের পর মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে সব অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনাই ছিল এ সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সিন্ডিকেটের এ সভা হতে না দেয়ার জন্য বিএনপি নামধারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আগে থেকেই ছিল প্রস্তুত। ফলে সকাল থেকেই অবস্থান নিয়েছিল তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে। দশটা-সোয়া দশটা থেকে সিন্ডিকেটের সদস্যগণ এক এক করে ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেন। নিচতলার গেট থেকেই কর্মচারীরা বিচ্ছিন্নভাবে সিন্ডিকেটের সদস্যদের নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। তার পরেও একাধিক সদস্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের কক্ষে গিয়ে বসেন। বেলা পৌনে এগারোটার দিকে বিএমডিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু আহমেদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কক্ষে গিয়ে বসেন। ঠিক এ সময়েই উত্তেজিত কর্মচারীদের একটি দল মারমুখী ভঙ্গিতে সেখানে হাজির হয়। তারা সিন্ডিকেটের উপস্থিত সদস্যদের মানসম্মান থাকতে চলে যেতে বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মাহমুদ হাসান তখনও সেখানে উপস্থিত হননি। সিন্ডিকেট সদস্যদের দু'একজন ভিসির আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা নানা ধরনের অপমানসূচক কথা বলতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেট সদস্যগণ একে একে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান।

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

সরকার সমর্থকদের *(১২-এর পাতার পর)*

পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের এক সদস্য জনকণ্ঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন যে সকল কর্মকাণ্ড চলছে তাকে কোনভাবেই স্বাভাবিক বলা যায় না। একদল লোক বিএনপির লোক হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ বিস্ময়কর হচ্ছে, সরকার এবং বিএনপি দলের পক্ষ থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে খোলামেলা কিছুই বলা হয়নি।' তিনি বলেন, উদ্ভূত এসব বিষয় নিয়ে আলোচনাই ছিল মঙ্গলবারের সভার মূল বিষয়বস্তু। এ সভা থেকেই হয়ত সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হতো তাদের অবস্থানটি পরিষ্কার করার জন্য। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে চলমান কর্মকাণ্ডকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সেসব নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা ছিল এ সভায়। কিন্তু কর্মচারীদের আচরণের কারণে তা আর সম্ভব হলো না।

মঙ্গলবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষক এবং চিকিৎসকগণ তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের ব্যানারে উচ্ছৃঙ্খল কর্মচারীরা এসব করছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন কিছু বলা না হলেও বিএনপির কতিপয় নেতা যে পিছনে থেকে এই কর্মচারীদের উস্কে দিচ্ছে না, তা বলা যাবে না। বিশেষ করে ড্যাবের মহাসচিব সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালকে আইপিজিএমআর-এ রূপান্তরের যে কথা বলেছেন এবং সিন্ডিকেটের সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন, তা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।

স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের এক নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এ সব অরাজকতা আর চলতে দেয়া হবে না। আগামীতে এ রকম কিছু ঘটলে তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করা হবে। তিনি বলেন, কেবল এই বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, দেশের সর্বত্র বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে এমনকি চিকিৎসকদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, সে সবও প্রতিরোধ করা হবে।

এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাতনামা চিকিৎসকদের প্রতি বিএনপি নামধারীদের হামলা, লুটপাট আর চাঁদাবাজির খবর অব্যাহতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি দেশের প্রখ্যাত অর্থপেডিক সার্জন, পঙ্গু হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. আমজাদ হোসেনের চেম্বারে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। গত শুক্রবার দুপুরে কতিপয় সন্ত্রাসী নিজেদের বিএনপির কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে প্রফেসর আমজাদের ১/১২ হুমায়ুন রোডস্থ চেম্বারে হামলা চালায়। তারা চেম্বারের ভিতরে প্রবেশ করে মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করে এবং যাওয়ার সময় কালার টিভি, কম্পিউটারসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়ে যায়। অধ্যাপক আমজাদ সে সময় চেম্বারে ছিলেন না। সন্ত্রাসীরা তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে উল্লেখ করে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। উল্লেখ্য, ডা. আমজাদ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।